IEDCR

চিকুনগুনিয়া বুলেটিন

সংখ্যা ৩১ তারিখঃ ২ আগস্ট ২০১৭ বুধবার

সর্বশেষ পরিস্থিতি

- গত ৯ এপ্রিল হতে ২ আগস্ট ২০১৭ পর্যন্ত চিকুনগুনিয়া সনাক্তের জন্য আইইডিসিআর-এ প্রাপ্ত রক্তের নমুনা পরীক্ষায় নিশ্চিত চিকুনগুনিয়ায় আক্রান্তের সংখ্যা ৮৮৫ জন।
- গত ১২ মে হতে অদ্যাবধি ঢাকা মহানগরের বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী হাসপাতালে চিকিৎসা নেয়া সম্ভাব্য চিকুনগুনিয়া ও চিকুনগুনিয়া পরবর্তী আর্থ্রালজিয়া রোগীর সংখ্যা ৮,৬৩৭ জন।
- দেশের বিভিন্ন জেলার সিভিল সার্জন ও মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল হতে প্রাপ্ত সম্ভাব্য রোগী তথ্য নিম্নরূপ। আইইডিসিআর যাচাই-বাছাই করে সম্ভাব্য রোগীর সংখ্যা চূড়ান্ত করেছে।

জেলার নাম	সম্ভাব্য রোগীর সংখ্যা (০২/০৮/১৭ বিকেল ৩টা পর্যন্ত)	যাচাই শেষে রোগীর সংখ্যা (০২/০৮/১৭ বিকেল ৩টা পর্যন্ত)
দিনাজপুর	১	০
বগুড়া	৯	৫
জয়পুরহাট	১	০
বরিশাল	৪	০
গোপালগঞ্জ	১১	১
ঢাকা জেলা*	৫৩	৭
নরসিংদী	১৮	১৩
মুন্সীগঞ্জ	২৩	৮
নারায়ণগঞ্জ	৯	০
গাজীপুর	৮	৩
নেত্রকোনা	৩	১
হবিগঞ্জ	৩	০
লক্ষ্মীপুর	৩	০
চট্টগ্রাম	২৫	৬
রাজশাহী	১	১
নওগাঁ	৩	০
সর্বমোট	১৭৫	৪৫**

* ঢাকা সিটি কর্পোরেশন ব্যতীত।

**এদের কারো কারো ঢাকা মহানগর ভ্রমণের ইতিহাস আছে ও এরা অধিকাংশ পোস্টচিকুনগুনিয়া আর্থ্রাইটিস এ আক্রান্ত।

- আইইডিসিআর হটলাইনে ঢাকা সহ সারা দেশ থেকে গত ৬ জুলাই থেকে ২ আগস্ট বিকেল ৫টা পর্যন্ত সর্বমোট ফোনকল এসেছে ২,৮৯২। সম্ভাব্য নতুন রোগী ৯৯৭ জন ও পুরোনো রোগী ১,৩০৬ জন। অবশিষ্টরা তথ্য জানতে চেয়েছেন।

ডাব্লুএইচও'র কীটতত্ত্ববিদের সাথে বৈঠক

আজ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে মহাপরিচালকের কার্যালয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা'র কীটতত্ত্ব পরামর্শক জনাব কে. কৃষ্ণমূর্তি'র সাথে বৈঠকে অংশ নেন মহাপরিচালক অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদ, অধ্যাপক সানিয়া তহমিনা, অধ্যাপক মীরজাদী সেব্রিনা ফ্লোরা প্রমুখ। এডিস মশা নিয়ন্ত্রণে একটি পরিকল্পনা প্রণয়নে তিনি কাজ শুরু করেছেন।

এডিস মশার অভিযোজন ক্ষমতা

প্রকৃতি থেকে এডিস মশা উচ্ছেদ বা নিয়ন্ত্রণ করা খুবই দূরূহ। এরা প্রকৃতির সাথে এতই মানিয়ে নিতে (অভিযোজন) পারে যে, কোন ধরণের প্রতিকূলতা, যেমন প্রাকৃতিক দুর্যোগ (খরা, বন্যা, অতিবৃষ্টি) অথবা মানুষ দ্বারা সৃষ্ট কোন প্রতিকূলতা (মশা নিধন অভিযান) সহজেই কাটিয়ে উঠতে পারে। খুব তাড়াতাড়ি এরা সংখ্যার দিক দিয়ে আবার আগের অবস্থায় ফিরে আসে। এডিস মশার ডিমের বিশেষ বৈশিষ্ট্য এদের মানিয়ে নেয়া বা অভিযোজনে বিশেষ ভূমিকা রাখে। ডিমগুলো পানিপূর্ণ পাত্রের উপরিতলের সামান্য ওপরে পাত্রের গায়ের ভেজা জায়গাতে ডিম পাড়ে। এ ডিম পাত্রের গায়ে আঠালো পদার্থ দ্বারা দৃঢ়ভাবে লেগে থাকে। পাত্রের পানি শুকিয়ে গেলে বা ফেলে দিলেও এ ডিম নষ্ট হয় না। শুকনো পরিবেশে এডিস মশার ডিম বহুদিন পর্যন্ত জীবিত থাকতে পারে। আবার পানি পেলে অনুকূল পরিবেশে ডিম ফুটে লার্ভা বের হয় ও জীবনচক্র সমাপ্ত করে। বংশ বিস্তারের জন্য পূর্ণ বয়স্ক মশাকে পূর্ণ সময় বেঁচে থাকতে হয় না, অনুকূল পরিবেশে ডিম থেকে এডিস মশার বংশ বিস্তার ঘটে। প্রচুর বৃষ্টিপাতে মশার লার্ভা ও পিউপা পানির সাথে ভেসে যায় এবং এ ভাবে মশার সংখ্যাও কমে যায়। গবেষণায় দেখা গেছে যে, এ ধারণা কিউলেক্স মশার জন্য যতটা প্রযোজ্য, এডিস মশার জন্য ততটা নয়। গবেষণায় দেখা গেছে পোর্টো রিকোতে মশা নিধন অভিযানের কালে এডিস মশার লার্ভা ও পিউপা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গেল সেপটিক ট্যাংকের ভেতরে। কিন্তু এ ধরণের নোংরা পরিবেশে এডিস মশা ডিম পাড়ার কথা নয়! কিন্তু প্রতিকূল পরিবেশে অভিযোজন ক্ষমতা থেকেই এডিস মশা সেপটিক ট্যাংকের নোংরা পানিতেও ডিম পাড়তে পারে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হটলাইন ১৬২৬৩ নম্বরে স্বাস্থ্য বাতায়নে চিকুনগুনিয়া বিষয়ে ২৪ ঘন্টা তথ্য পাবেন।

চিকুনগুনিয়া সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে এই ওয়েবসাইট ভিজিট করুন- www.iedcr.gov.bd অথবা হটলাইনঃ ০১৯৩৭১১০০১১, ০১৯৩৭০০০০১১ ফোন করুন